দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 NOV 1998
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

আদর্শ কলেজ

জ্ঞানার্জনের জন্য চাই সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ। শহরগুলোতে এখন সেই পরিবেশ কোথায়! বৈরী রাজনীতি, যানজট, কোলাহল, আবর্জনা আর স্বার্থসিদ্ধির দ্বন্দ্বে এই নগরগুলোতে এখন আর যাই হোক অধ্যয়ন তপস্যার কোন পরিবেশ নেই। অনুকূল পরিবেশ পেলে প্রতিটি বিদ্যার্থী কতটুকু মনোযোগী ও সফল হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দাউদকান্দির জুরানপুর। দাউদকান্দি সড়ক থেকে ৫ কিঃ মিঃ দূরে এই জুরানপুর গ্রাম। একজন মানুষ তাঁর নিজ গ্রামে গড়ে তুলেছেন বিশাল এক কর্মকাণ্ড। ১২৫ বিঘা নিজস্ব জমিতে তিনি গড়ে তুলেছেন গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সটির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ডিগ্রী কলেজ, হাই স্কুল, প্রাইমারি স্কুল, সিনিয়র মাদ্রাসা, হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা।

প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যার্থী এবং আপামর জনসাধারণের কল্যাণে তারই পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে মসজিদ, স্টেডিয়াম, ডাকঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ভিডিপি ক্লাব, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডেইরি ফার্ম, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, বাজার ও গোরস্থান। তাছাড়া কলেজে আবাসিক ও অনাবাসিক দু'ধরনের ব্যবস্থাই রয়েছে। কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরেই রয়েছে ৪টি ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসগুলোর নামের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। যেমন জৈনদ্দিন হাউজ, শওকত আলী হাউজ, জুলফিকার আলী হাউজ ও মাহমুদা হাউজ। ছাত্রাবাসগুলোতে ৩০০ ছাত্র ও ৬০ জন ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা আছে। কলেজের অধ্যক্ষ, বিবাহিত ও অবিবাহিত অধ্যাপকদের জন্যও রয়েছে আবাসিক ব্যবস্থা। যিনি এই কলেজ ও কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই মানুষটির নাম সুবিদ আলী ভুঁইয়া। সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় প্রায় দু'যুগ আগে তিনি যে প্রকল্পটি শুরু করেছিলেন আজ অবসর জীবনে এসে দেখেন সেটি এখন এক স্বর্গরাজ্য। মেজর জেনারেল পদে অবসর পাওয়ার তৃপ্তির চেয়েও তাঁর এই প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণ তাঁকে দিয়েছে অপরিসীম আনন্দ।

আনন্দ হওয়ারই কথা। প্রতিবছর তাঁর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গড়ে ছয় জন মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে। পাসের হার গড়ে ৯৩%। ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৩ জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে, পাসের হার ৬০%।

১৯৯৩ সালে অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে জুরানপুর আদর্শ কলেজটি অজপাড়াগাঁয়ে জন্ম নিয়ে পরীক্ষার ফলাফলে যে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে সেই সম্পর্কে জেনারেল সুবিদ আলী ভুঁইয়াকে প্রশ্ন করে জেনেছি, কলেজটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলে সেখানে উত্তেজনা বা ধর্মঘটের কোন অবকাশ নেই। কঠোর শৃঙ্খলা সেখানে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় বলে বিদ্যার্থীরা অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী।

প্রতি ৩ মাসের ফলাফল যাচাই করে প্রথম ৩ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা ৮০০ নম্বর পেয়েছে তাদের টিউশন ফি নেয়া হয় না। ৮২০-এর উপরে যারা পেয়েছে তাদের বেতন, ছাত্রাবাসে থাকা-খাওয়ারও টাকা লাগে না।

রহিমা

আসমা

শামসুন্নাহার

আকতার

শফিকুল

মনোয়ারা

রুহুল

মেধা তালিকায় ৭টি স্থান

দাউদকান্দির গৌরব জুরানপুর আদর্শ কলেজ এবারও এলাকার মুখ উজ্জ্বল করেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টে প্রতিবারের মতো মেধা তালিকায় এবারও ৭টি স্থান দখল করেছে এই কলেজের কৃতী ছাত্রছাত্রীরা। তারা সকলেই মানবিক বিভাগের মেধা তালিকায় ৪ জন এবং মেয়েদের তালিকায় ৩ জন। মেধা তালিকায় মোঃ আক্তার হোসেন ১০ম, মোঃ সফিকুল ইসলাম ১২তম, মোঃ রুহুল ইসলাম ১৯তম, মোসাঃ মনোয়ারা বেগম ১৫তম এবং মেয়েদের তালিকায় মোসাঃ রহিমা আক্তার ৬ষ্ঠ, আসমা আক্তার ৭ম ও শামসুন্নাহার ৮ম।

উল্লেখ্য যে, জুরানপুর আদর্শ ডিগ্রী কলেজ থেকে ১৯৯৫ সালে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ জন, ১৯৯৬ সালে ৭ জন এবং ১৯৯৭ সালে ১০ জন মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মেজর জেনারেল এম. এস. এ ভূঁইয়ার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এই কলেজটি একদিন দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

■ বদিয়ুল আলম